Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.13-20
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ত্রিপুরার বাঙালি মুসলমান বিবাহের গীত

Dr. Taslim Akter

MA, B.Ed, M.Phil, PhD, Guest Lecturer, Department of Bengali, Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura, India.

Abstract

Marriage Song is an important area of folklore studies; it has great importance in all the communities in the society. The folk custom begins with the organic demand of human need and has much diversity because of differences among Caste, Class, Religion and Region. Muslims have been permanent inhabitants for several centuries and are rich in folk culture. Currently, Muslims in Tripura account for 8.60% population of the state (2011 census). The community has various rules, rituals, customs, oral traditions, and behaviour they maintain in their own lifestyle. In the Marriage of Muslim society, the marriage song has particular importance for girls and women because the woman nourishes it. In the various stages of marriage like 'Kabinnama' (recognition certificate), 'Asurvara', 'Meheditula'(collection of Mehedi), 'Kabul', 'Khutba', 'Mukdekha', 'Owalima' etc. has many customs. These are related to folk customs that women obey; on this occasion, various traditional marriage songs (Geet), women and girls organise music and enigma. Different genres of folk songs reflect the predicament and mood of women groups at marriage ceremonies emphasising the dynamism and vibrancy of the women's life among the Bengali Muslims in Tripura. Our present study analyses the relevance of the marriage song and the role of Muslim women in marriage songs. Many folk customs are reflected in the Muslim Marriage song, which is sociologically crucial in the Muslim Society of Tripura.

Key Words: Marriage Song, Bengali Muslims, Women, Folk Customs, Oral Traditions.

ভূমিকা ঃ

সাহিত্য শিল্পাশ্রয়ী -লাকসংস্কৃতির ম-ধ্য বিবা-হর গীত খুবই তাৎপর্য বহন ক-র। বিবা-হর গীত বা গান নারী-দর দ্বারা সৃষ্ট ও নারী-দর দৃষ্টি-কাণ -থ-ক -দখা সমাজজীবনের চিত্রায়ন। লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হল ঐতিহ্যকে নিয়ে এগিয়ে চলা। তদরূপ বিবাহের গানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় গানগুলির ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে প্রবাহিত হচ্ছে। গানগুলি থেকে স্পষ্টরূপে উদ্ভাষিত হয় আমাদের পরিবার ও সমাজজীব-নর বিভিন্ন কৃর্ত্য ও ঘটনা। তাই আমরা বলতে পারি যে, বিবাহের গানগুলি হল সমা-জর নিখুঁত দর্পণ। -য দর্প-ন -ভ-স উ-ঠ আমা-দর অতীত ইতিহাস। এই সম্প-র্ক আশু-তাষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে বলেছেন-

> *''বিবাহের গান প্রত্যেক জাতিরই লোক সঙ্গীতে সর্বাধিক মূল্যবান অংশ। বি-শষত সমাজজীব-নর পরিবর্ত-নর ধারায় ইহা দ্রুত লুপ্ত হই-ত চলিয়া-ছ, তথাপি ইহাদের মধ্যে এখনও সমাজজীবনের প্রাচীন কতকগুলি রূপ প্রত্যক্ষ হই-ত পা-র।'* [১]

ত্রিপুরার বাঙালি মুসলমান সমাজ সমগ্র বাঙালি জাতির একটা অংশ বিশেষ। এই অঞ্চলের বাঙালিরা অবিভক্ত বাঙ্লার সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ত্রিপুরার মুসলমান বিবাহের গা-নর -য ব্যাপ্তি এবং এইসব গা-ন মানব-মনের অনুভব উপলব্ধির উৎসমুখ থেকে যে সৃষ্টিতরঙ্গ, তা বহু ধারায় উৎসারিত হয়ে লোকমেধাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে থেকে মুসলমান সমাজের নারীরা -যখা-ন পর্দাপ্রথা-ক য-থষ্ট সম্মান জানা-ত হয়, -সই জায়গায় দাঁড়ি-য় নারীরা তা-দর অন্তর-বদনা-ক গা-নর স্বরলিপির ম-ধ্য দি-য় তা-দর চাহিদা, অবস্থা, কিংবা সমা-জ প্রচলিত নারী-দর উপর ক-ঠার বিধা-নর প্রতি প্রতিবা-দর একটি সুর এইসকল গী-তর ম-ধ্য দি-য় জানান দি-য় থা-ক। আ-লাচ্য গ-বষণা পত্রে ত্রিপুরার মুসলমান সমাজের বিবাহে এইসকল গানের মধ্যে দিয়ে অন্ধরমহলের একান্নবর্তী পরিবা-রর নারীদের মননের চিত্রকে স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুসলমান বিবা-হাৎসব ঃ

জন্মগতভা-ব প্রতিটি মানুষই সামাজিক। সামাজিক রীতিনীতি রক্ষা-র্থ মুসলমান সমা-জ বিবাহ হল একটি সামাজিক চুক্তি। একজন ঘটকের মধ্যস্থতায় দুজন পরিচিত কিংবা অপরিচিত ছেলেমেয়ে বিবাহবন্ধনে লিপ্ত হয়। মানবজীবনের জন্ম ও মৃত্যুর দুই প্রান্তের মাঝখানে রয়েছে শুভপ্রথা বা বিবাহ, যা ব্যক্তি ও মানুষকে সংসারের বন্ধনে যুক্ত করে। এই বিবাহ উৎসবকে কেন্দ্র করেই চলতে থাকে নানা প্রথা, সংস্কার ও বিবাহগীত। বিবাহগীত হল বিবাহ অনুষ্ঠা-নর অলংকা-রর ম-তা। মহিলারা একসা-থ সম-বত ক-ঠ বিবা-হর শুরু -থ-ক -শষ পর্যন্ত বিবাহ গী-ত লিপ্ত থা-ক। বিবাহগীত ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানটি-ক ছন্নছাড়ার ম-তা ম-ন হয়।

ত্রিপুরার মুসলমান সমাজে বিবাহের লোকাচারগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- আসুর বাড়াঁ, গা-য় হলুদ, -ম-হদি -তালা, পানিভরণ, -তলপাই, দুধভাত, -গট ধরা, সাগরাণা, হাতধুয়ানী, মুখ -দখা বা শা-নজর, বধূবরণ, কালরাত্রি, বধূর চতুরতা পরীক্ষা, বেয়াই/বেয়ান বরন, আটনাইওরি প্রভৃতি। এইসকল প্রত্যেকটি আচারের সাথে সাথে গানগুলিও চলতে থাকে। ত্রিপুরার মুসলমানবিবাহে সাধারণত 'আসুরবাড়াঁ' বা 'উমালিবাড়া বাধাঁ' অনুষ্ঠান -থ-কই শুরু হ-য় যায় বিবাহগী-তর। এই দি-ন গ্রা-মর সধবা বা এ-য়াস্ত্রী মহিলারা একত্রে জড়ো হয়ে কনের বাড়ীতে গিয়ে পান খিলি চর্বন করতে করতে ধান বাঁধে ও গীত গায়। আর -য মহিলা ধান চা-ল (-ঢঁকি-ত -দওয়া -নওয়া করা) -স মুখ দি-য় -কান কথা বল-ত পার-ব না এই নিয়ম প্রচলিত। তাছাড়া বিবাহের সবগুলো অনুষ্ঠানের সাথে সাথে চলতে থাকে নানান -লাকাচার ও গীত, যেগুলি লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে।

ত্রিপুরার বাঙালি মুসলমান বিবাহগীতে নারীবাদী ব্যাখা ঃ

প্র-ত্যক মানবজাতির বিবা-হাৎসব-ক -কন্দ্র ক-র -যমন র-য়-ছ বিভিন্ন -লাকাচার তদরূপ -লাকাচা-রর সা-থ সা-থ চল-ত থা-ক নানা বিষয়-ক -কন্দ্র ক-র গা-নর সম্ভার। সুদীর্ঘকাল আ-গ তুলসী দা-সর রচিত 'রামচরিত মানস'-এ রামচ-ন্দ্রর বিবা-হর সময় গান ব্যবহৃত হ-ত -দখা যায়। আবার, চৈতন্যচরিতামৃ-ত চৈতন্য-দ-বর বিবা-হর মুহূ-র্ত পুরনারী-দর দ্বারা নৃ-ত্যর সা-থ সা-থ গান গাই-তও -দখা যায়। তাছাড়া

ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকা যেমন- -সানামুড়া, বিশালগড়, কৈলাশহর, বক্সনগর এবং কমলপুরের মতো জায়গায় নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত নারীরা না বু-ঝই বিভিন্ন গা-নর সম্ভার গ-ড় -তা-ল। এইসকল গা-ন এমন এমন শব্দভান্ডার গড়ে ওঠে যেগুলির উচ্চারণরীতি, পদবিন্যাস এবং ইডিয়ম বিভিন্ন উপভাষার মধ্যেও বিশিষ্ট রয়েছে। এই প্রসঙ্গে শক্তিনাথ ঝা তাঁর 'মুসলমান সমাজের বিয়ের গীত' গ্র-ন্থ নিতান্তই ব-ল-ছন-

> ''*বিয়ের গীতগুলি মূলতঃ কৃষক বা হস্তশিল্পী পরিবারের গ্রাম্য মুসলমান নারীদের কাছ থেকে সংকলিত হয়েছে। এগুলির ধারক, বাহক, রচয়িতা মুসলমান সমাজভুক্ত নারীসমাজ।*''[২]

কিন্তু দেখা গেছে যে, বিশ্বায়ন ও আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে এইসকল গানগুলি ক্রমে ক্রমে অবলুপ্তির প-থ চলে যাচ্ছে। এই অবলুপ্তি লোকসংস্কৃতিবিদদের জন্য শুভদায়ক নয়। এই উদ্দেশ্যে লোকসংস্কৃতিবিদ আশু-তাষ ভট্টাচার্য ব-ল–ছন -

> ''*বাংলাদেশের চতুঃসীমান্তবর্তী অঞ্চল ব্যতীত বিবাহের গান আজ প্রায় অন্যত্র লুপ্ত হইয়াছে বিবাহসঙ্গীত অসর্বত্রই মেয়েলী সঙ্গীত; সুতরাং গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিলুপ্তি অনিবার্য হইয়া উঠিয়া-ছ। এখনও সন্ধান করি-ল ইহার -য নিদর্শন উদ্ধার করা যায়, অল্পদি-নর ব্যবধা-নই তাহার চিহ্নও লুপ্ত হইয়া যাই-ব।*''[৩]

সংগৃহিত বিবাহের কিছু কিছু গানের বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা সূত্রে আমরা নিম্নে তা তুলে ধরছি- প্রথমত, বিবাহগী-তর সূচনা হয় 'আসুরবাড়া বাঁধা' অনুষ্ঠা-নর ম-ধ্য দি-য়। -যমন-

গীত নং -১. বালি গা বালি কাকিন ধা-নর ভাড়া বান্ধস -কম্-ন?
এম্-ন না -সম্-ন সরাবতীর গম-ন,
বালি গা বালি কাকিন ধা-নর সিন্নী রান্ধস -কম্-ন?
এম্-ন না -সম্-ন সরাবতীর গম-ন,
বালি গা বালি কাকিন ধা-নর সিন্নী বারস -কম্-ন?
এম্-ন না -সম্-ন সরাবতীর গম-ন,
বালি গা বালি কাকিন ধা-নর -রায়া রুস -কম্-ন?
এম্-ন না -সম্-ন সরাবতীর গম-ন,
বালি গা বালি কাকিন ধা-নর ধান লস -কম্-ন?
এম্-ন না -সম্-ন সরাবতীর গম-ন,
বালি গা বালি কাকিন ধা-নর ধান ঝারস -কম্-ন
এম্-ন না -সম্-ন সরাবতীর গম-ন।

এই গীতটির মাধ্যমে ধানের প্রসঙ্গকেই তুলে আনা হয়েছে। কাকিন ধানের কি করে ভাড়া বাঁধা হয়, কি ক-র শিরনি রান্না করা হয়, শিরনি কি ক-র পরি-বশন করা হয়, এই ধা-নর কি ক-র -রায়া (গাছ) লাগা-না হয়, কি ক-র ধান লওয়া হয় এবং কি ক-র ধান ঝাড়া হয়। গ্রামীণ সমাজজীব-ন একজন নারী সংসা-রর লক্ষ্মী হিসা-ব গণ্য। এই গা-নর মাধ্য-ম নববিবাহিত বধূ-ক আ-গ -থ-কই জানান -দওয়া হ-চ্ছ -য, তুমি -য সংসা-র যাচ্ছ -সই সংসা-রর যত খুঁটিনাটি কর্ম আ-ছ সবকিছু -তামা-কই সামলা-ত হ-ব। এইভা-ব নববধূকে সংসারের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়।

গা-য় হলুদ বাঙালি মুসলমান-দর একটি অন্যতম বিবা-হাৎসব। এই -লাকাচা-র গীত হয়-

গীত নং- ২. আনন্দ -যন পইড়-র ধামান -তামা-র নি -শা-ভ

অলি-দরি মা-ঝ আ-বছি ঝিলিক মা-র
হু-ল কি ঠসক মা-র।
ছুঁইঅনা ছুঁইঅনা নাগর-র আমি-র -ধা-মর মাইয়া
জাতি কু-লা হারায় -গা -বলবা -তামা-র করবাম বিয়া
জাতি কু-লা ডু-ব -গা -বলবা -তামা-র করবাম বিয়া
নতুন একটি বাজা-র ধামান-র অলদি খরিত ক-র
নতুন একটি বাজা-র আনা-র খরিত ক-র।

জা-ত -ছাট ব-ল ক-ন নি-জ-ক ছুঁ-ত না ক-র-ছ তার -প্রমিক-ক। কিন্তু -প্রমিক বল-ছ -স এতকিছু জা-ন না। জাতি কূল নষ্ট ক-র হ-লও -স -বলবা-কই বিবাহ কর-ত চায়। বিবা-হর কথা চুড়ান্ত হ-ল হলুদ দি-য় বর বধূকে সাজানোর চিত্র এই গীতে দেখা যায়। উক্ত গানে বর-বধূকে সাজানোর চিত্র দেখা যায়। তাছাড়া বাঙালি বিবা-হর বরণডালা-ত -গাটা হলুদ রাখার প্রথা প্রচলিত র-য়-ছ। হলুদ হল রং, রুচি ও দিপ্তীর উৎস। হলুদ স্নান মানুষকে জীবানুমুক্ত করে এবং দেহের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। এখানে উল্লেখ্য যে, -লাকাচার হিসাবে এর পেছনে সংস্কারের অন্ধ আবেগের চেয়ে বরং প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞানবুদ্ধি (Pseudo Science) কাজ ক-র-ছ -বশি।[৪] উত্তর দিনাজপুর জেলার একটি গবেষণাধর্মী আলোচনায়ও দেখা যায় হলুদ-ক নি-য় বিবাহ অনুষ্ঠা-ন কার্য সম্পাদন কর-ত। -সখা-নর একটি গীত হল-

''হলদা বাটুহু -গ আপুন দ্যাশা
ভবক ছুটহ্যা -গ বুড়হার ব্যাশা''[৫]

গীত নং - ৩. ঢাকা-তান আইল -গা -সই না মদির চারা
-সই না মদি -তা-লা -গা বিবি -জাড় কুলা সাজাইয়া
-সই মদি বা-ঢা -গা বিবি বিসমিল্লা বলিয়া
আঁ-তর মদি দিও -গা বিবি লইখ্য লইখ্য হুডা
পা-য়র মদি দিও -গা বিবি -লপা হুচা
আঁ-তর মদি -দইখ্যা -গা বিবি হা-স খলখল
পা-য়র মদি -দইখ্যা -গা বিবি কা-ন্দ -গা ঝরঝর।

ঢাকা -থ-ক -য -ম-হদির চারা এ-স-ছ -স চারা -থ-ক -ম-হদি -তালা ও বাঁটার কথা বলা হ-য়-ছ। -বান-ক বলা হ-চ্ছ হা-ত লক্ষ -ফাঁটা দি-য় এবং পা-য় লিপি-য় -ম-হদি -দওয়ার জন্য। -স -ম-হদি -দ-খ অন্য -বা-নরা হাসিহাসি ক-র। নবব-রর বাড়ী -থ-ক -ম-হদি পাঠি-য়-ছ নববধূর জন্য। ব-রর গা-য় লাগা-না উচ্ছিষ্ট -ম-হদি বধূ-ক লাগা-নার -রওয়াজ -য র-য়-ছ তা এই গী-তর মধ্য দি-য় স্পষ্ট -বাঝা যায়। বিবা-হর পরবর্তী সময়ে বর ও বধূকে ভাগাভাগি করে সংসারের সকল দায়দায়িত্ব বহণ করতে হবে সেটারই ইঙ্গীত র-য়-ছ এইসকল গী-তর মধ্য দি-য়। অন্য একটি গীত হল-

গীত নং - ৪. আকা-শ-ত উ-ল-র সরু বালির তারা-র
-র ধামান -ক -তামায় মুন্দি পড়াই-ছ?
ঘ-র -যন আ-ছ-র বড় ভাই-য়র -বী -র
-র ধামান -ত আমায় মুন্দি পড়াই-ছ।
আকা-শ-ত -যন উ-ল-র সরু বালির তারা-র
-র ধামান -ক -তামায় অলদি পড়াই-ছ?

ঘরে যেন আছেরে মাইজ্জা ভাইয়ের বৌ রে
-র ধামান -স আমায় অলদি পড়াই-ছ।
আকা-শ-ত -যন উ-ল-র সরু বালির তারা-র
-র ধামান -ক -তামায় বিয়ার -গাসল করাই-ছ?
ঘ-র -যন আ-ছ-র বড় -বা-নর জামাই -র
-র ধামান -স আমায় -গাসল করাই-ছ।
আকা-শ-ত -যন উ-ল-র সরু বালির তারা-র
-র ধামান -ক -তামায় বিয়ার -পাশাক পড়াই-ছ?
ঘ-র -যন আ-ছ-র মাইজ্জা বোনের জামাইরে
-র ধামান -স আমায় বিয়ার -পাশাক পড়াই-ছ।
আকা-শ-ত -যন উ-ল-র সরু বালির তারা-র
-র ধামান -ক -তামায় জুতা -মাজা পড়াই-ছ?
ঘ-র -যন আ-ছ-র -ছাট -বা-নর জামাই-র
-র ধামান -স আমায় জুতা -মাজা পড়াই-ছ।

বরের হাতের মেহেদিকে এখানে আকাশের তারার সঙ্গে তুলনা করা হ-য়-ছ। -বাদি (বড় ভাই-য়র -বী) ব-রর হা-ত -ম-হদি লাগি-য় দি-য়-ছ। -ম-জা ভাই-য়র -বী ব-রর গা-য় হলুদ লাগি-য় দি-য়-ছ। বড় -বা-নর জামাই বর-ক -গাসল করি-য় দি-য়-ছ। -ম-জা -বা-নর জামাই ব-রর বি-য়র -পাশাক পড়ি-য় দি-য়-ছ। -ছাট -বা-নর জামাই বর-ক জুতা -মাজা পড়ি-য় দি-য়-ছ। বাড়ী-ত নববধূ আস-ব এই আনন্দ পরিবা-রর প্র-ত্যক জনের মধ্যেই রয়েছে।বরকে সবাই মিলে তাই সাজিয়ে গুছিয়ে নববধূকে আনার জন্য তৈরী করে দিচ্ছে। তারই এঙ্গীত রয়েছে এই গীতের মধ্যে।

বধূ-ক সাজা-নার সম-য়ও নারীরা সম-বত ক-ণ্ঠ গীত -গ-য় ও-ঠ-

গীত নং -৫ আসমান কালা জমিন-গা কালা
কালা মাথার -কশ কি সুন্দর আয়না
কি কি -জজা দিবা বাবা যাইতাম প-রর ঘ-র।
কি সুন্দর ময়না
কি-সর দুঃ-খ কা-ন্দা-গা ময়না
সুন্দুক দিবাম বন্দুক দিবাম
যাও জামাইর ঘ-র
সুন্দুক কিত্তাম বন্দুক কিত্তাম
খাই-বা প-র।
আসমান কালা জমিন-গা কালা
কালা মাথার -কশ কি সুন্দর আয়না
কি কি -জজা দিবা বাবা যাইতাম প-রর ঘ-র।

ক-ন সাজা-নার জন্য অ-নক সাজুনি এ-ন-ছ তা -দ-খ ক-ন বল-ছ আর কি কি দিবা প-রর ঘ-র পাঠা-নার জন্য। -ম-য়-ক শান্ত করার জন্য পিতা বল-ছ সন্দুক -দ-বা বন্দুক -দ-বা তবু প-রর ঘ-র যাও। এতে মেয়ে বলছে এগুলিতো অন্যরা খাবে তাকে কেনো পরের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মেয়ে জাতি অ-ন্যর

ঘ-রর -শাভা -সৌন্দর্য বাড়ি-য় রা-খ। -ম-য় হ-য় জন্মগ্রহণ কর-ল তা-ক প-ররর ঘ-র -য-ত হ-বই এটাই সমা-জর বিধান। এই গী-তর ম-ধ্য -সই কথাই স্পষ্ট হ-য় ও-ঠ। পিতা মাতা চাই-লও তা-দর আদ-রর ধন অর্থ্যাৎ -ম-য়-ক ঘ-র -র-খ দি-ত পা-র না। তা-ক -য অ-ন্যর ঘ-র অর্থ্যাৎ স্বামীর ঘ-র -য-তই হয়। তা-ত পিতা-মাতা কিংবা -ম-য়র হাজা-রা কষ্ট হ-লও সমা-জর এই নিয়-মর বাই-র -কউ -য-ত পা-র না।

আবার বধূ বিদায়কালে দেখা যায় বিভিন্ন গানের মাধ্যমে নারীসমাজকে একত্রিত হতে। যেমন-

গীত নং -৬. নন-দর -কা-ল বইসা ছিলা-র
এই -যন ছিলা কা-ন্দ
জন-মর কান্দন কা-ন্দ
আইছি -যন রইছি মা বা-পর -কা-ল
আই-জা -ক-ন -দও-র বাবা
প-ররই ঘ-র।
এ-তা দি-না আইছিলাম বাবার
অজুর পানি লইয়্যা
এখন -ক দি-বা-গা বাবা
-তামার আজুর পানি আইন্যা।
নন-দর -কা-ল বইসা ছিলা-র
এই -যন ছিলা কা-ন্দ
জন-মর কান্দন কা-ন্দ।

নন-দর -ম-য়র কান্না -দ-খ -বৌদি বল-ছ জ-ন্মর অনুরূপ কান্না কর-ছ। -ম-য় বল-ছ জ-ন্মর পর -থ-ক মা-বা-পর -কা-লই আদ-র র-য়ছি-লা এখন বা-প -ক-না প-ররর ঘ-র দি-য় দি-চ্ছ। বা-পর অজুর জল -স এ-তাদিন দি-য়ছিল এখন -সই জল -ক এ-ন -দ-ব বাবা-ক তা -ভ-ব -ম-য় হতাশ। -ম-য়-ক বিদায় করা কালে মেয়ে সমস্ত আনন্দের কথা মনে করে করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পিতার দায়দায়িত্ব এখন -ক পালন করবে, কে পিতাকে নিত্য কাজের সাহায্য করে দেবে, যে কাজগুলি মেয়ে করে দিতো। এগুলো মনে করে মেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

এই সমস্ত -ম-য়লি গীত নারী-দর রচনা। বিবা-হর গী-তর গায়ক কিংবা মূল গায়িকা তা-দর অধিকাংশরাই নিরক্ষর। এইসকল মৌখিক গানগুলো বেশির ভাগই পল্লী গ্রামে রচিত। এইসমস্ত গানগুলির ভাষাশৈলীও সম্পূর্ণ নিরক্ষর নারীদের দ্বারাই সৃষ্ট, যেগুলিতে ব্যাকরণের কোন সমারোহ নেই। এইসকল গীতগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপভাষাতেই রচিত হয়ে থাকে। বিবাহের গানগুলি পর্যবেক্ষণ করলে সর্বদাই দেখা যায় যে, একপক্ষ অপরপক্ষকে আক্রমণ বা ঠেস দিয়ে নিন্দাসূচক কিছু কথা গানের সুরে সু-র ব-ল থা-ক। উভয়পক্ষ নি-জ-দর সম্মান, -গৌরব বজায় -র-খ অপরপ-ক্ষর খারাপ দিক তু-ল ধর-ত তৎপর থা-ক।

উপসংহার ঃ

উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, বিবাহের গীত শুধুমাত্র বিবাহ সম্পর্কিত কথাবার্তা কিংবা অনুসঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এইকল গীতের মধ্য দিয়ে সমাজের অসঙ্গতি, সামাজিক বিধান, দু-র্ভাগ, ভালোমন্দ এবং সমাজবিবর্তনের নানা চিত্র ফুটে ওঠে। হতে পারে সেই ভাষাগুলি বিভিন্ন জেলার উপভাষা।

তবে গীতগুলির সমাজতত্ত্ব একেবারেই ফেলে দেওয়ার মতো নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইসকল গীতগুলি অন্ধরমহলের নারীদের মননের চিত্রকে প্রস্ফূটিত করে তোলে। যুগ যুগ ধরে বিশাল অংশ জুড়ে বাঙালি মুসলমান জীবনে বিবাহের গীতগুলি অনন্য মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়ে রয়েছে। অতীত ঐতিহ্যের পরিচয়বাহক এইসকল গীতগুলি বাঙালি মুসলমান সমাজে অতীব গুরুত্ব বহন করে আছে, যা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

তবে একথা স্বীকার্য যে, বিশ্বায়ন কিংবা যুগের পরিবর্তনের ফলে এইসকল গীতগুলি আ-স্ত আ-স্ত অবলুপ্তির প-থ ব-য় চ-ল-ছ। এসব গান আজও -কান পৃ-ষ্ট লিপিবদ্ধ হয়নি। -মৌখিকভা-ব সৃষ্ট এইসকল বিবাহের গানগুলি রয়েছে মানুষের স্মৃতিতে যেগুলি লোকসংগীতের সুরে গীত হয়। মুসলমান সংস্কৃতির অতি উজ্জ্বল ও চিরপরিচিত লোকসংস্কৃতির অমূল্য উপাদান বিবাহের গীতগুলি আজ আর নারীর সমবেত ক-ঠ উচ্চারিত হয় না। নারীকণ্ঠ-ক অবদমিত করা হ-চ্ছ নগরায়ন সভ্যতা ও আধুনিক প্রতিবন্ধকতার বাস্তবতার দ্বারা।

তথ্যসুত্র ঃ

[১] ভট্টাচার্য, আশু-তাষ (১৯৬৭)- 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' তৃতীয় খন্ড, কলিকাতা: এ. মুখার্জি অ্যান্ড -কাম্পানি প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, পৃ.- ১৩৭০।

[২] ঝা, শক্তিনাথ (১৯৯৬)- মুসলমান সমা-জর বি-য়র গীত, কলকাতা: পুস্তক বিপনি, পৃ.- ১৮ ।

[৩] ভট্টাচার্য, আশু-তাষ (১৯৬৭)- পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.- ১৩৭১।

[৪] -দব, বিনয় (২০১২)- 'হিন্দু বাঙালি বিবাহ অনুষ্ঠা-ন -লাকাচার', ড. সমর -ঘাষ ও অরুণকুমার মু-খাপাধ্যায় সম্পাদিত বিবাহদর্পন, কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স।

[৫] রায়, বিকাশ ও -রজাউল ইসলাম (সম্পাদিত, ২০১৬)- 'উত্তর দিনাজপুর জেলার মুসলিম সমাজের বি-য়র গান', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১) আহমদ, ওয়াকিল (২০০৪) - বাংলার -লাকসংস্কৃতি, ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ ।

২) আক্তার, তাসলিম (২০১৬)- ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার বাঙালি মুসলমান সমাজের বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এম.ফিল. গবেষণা সন্দর্ভ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৩) আক্তার, তাসলিম (২০১৯)- ত্রিপুরার মুসলমান সমা-জর জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু-কন্দ্রিক -লাকাচার ঃ একটি ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক অধ্যয়ন,পিএইচ.ডি. গবেষণা সন্দর্ভ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) ইসলাম, -শখ মকবুল (২০১১)- লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ঃ তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৫) চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার (২০০৩)- '-লাক-বিশ্বাস ও -লাক-সংস্কার', কলকাতা: পুস্তক বিপণি, চতুর্থ সংস্করণ।

৬) -চৌধুরী, -মা-মন (২০০২) - বাংলা-দ-শর -লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

৭) ঝা, শক্তিনাথ (১৯৯৬)- মুসলমান সমা-জর বি-য়র গীত, কলকাতা: পুস্তক বিপনি, পৃ.- ১৮।

৮) দাশ, ড. নির্মল (২০০৭)- প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতি ও ত্রিপুরা, কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা বই-মলা।

৯) -দব, বিনয় (২০১২)- 'হিন্দু বাঙালি বিবাহ অনুষ্ঠা-ন -লাকাচার', ড. সমর -ঘাষ ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বিবাহদর্পন, কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স ।

১০) রায়, বিকাশ ও -রজাউল ইসলাম (সম্পাদিত, ২০১৬)- 'উত্তর দিনাজপুর জেলার মুসলিম সমা-জর বিয়ের গান', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ।

১১) ভট্টাচার্য, আশু-তাষ (১৯৬৭)- 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' তৃতীয় খন্ড, কলিকাতা: এ. মুখার্জি অ্যান্ড -কাম্পানি প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ, পৃ.- ১৩৭০।

১২) Ahamed, Imtiaz (Ed. 1976)- Family, kinship and marriage among Muslims in India, New Delhi: Manohar Publication.

১৩) Ali, Sumon & Taslim Akter (2021)- "Socio-Political Life of Muslim Minorities in Tripura", *International Journal of Multidisciplinary Educational Research,Vol.2, No.2.*

১৪) Chakraborty, Anjali (2006)- Muslim Women in Tripura, Ph.D Thesis, University of North Bengal.